আজকের কাগজ

তারিখ 02 OCT 1993
পৃষ্ঠা ৪ কলাম ১

বাংলাদেশের ছাত্র রাজনীতিঃ তার ঐতিহ্য বনাম সন্ত্রাস

ভাষার অধিকার অর্জন থেকে শুরু করে স্বাধীনতা অর্জন, তারপর গণতন্ত্রে উত্তোরণ, বাংলাদেশের সকল জাতীয় অর্জন প্রক্রিয়াতে মূল ভূমিকা পালন করেছে বাঙালি ছাত্র সমাজ। ছাত্র রাজনীতিও তাই এদেশেরই গৌরবের একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ।

এদেশের ছাত্ররা তাদের মেধা, প্রজ্ঞা, সাহস এবং তারুন্য দিয়ে এখনও পর্যন্ত উজ্জীবিত রেখেছে এদেশের রাজনীতিকে। এ জাতি যখনই কোন সংকটে নিপতিত হয়েছে তখনই দেখা গেছে, ছাত্র সমাজ অকুতভয়ে এগিয়ে এসেছে। বহু আন্দোলনে বহু ক্ষেত্রেই দেখা গেছে, এই ছাত্র সমাজ আন্দোলন-সংগ্রামের গতি নিয়ন্ত্রণের ভূমিকাই শুধু পালন করেনি, নীতি নির্ধারণী দিকনির্দেশনাও দিয়েছে। কিন্তু আমাদের দুর্ভাগ্য, সব সময়ই এই অসমসাহসিক আন্দোলন সংগ্রামের মাধ্যমে অর্জিত ফলাফল আত্মসাৎ করেছে মুষ্টিমেয় স্বার্থান্বেষী গোষ্ঠি। প্রত্যেকটি অর্জন-এর পরপরই দেখা গেছে, প্রগতিশীল ছাত্র রাজনীতির বিরুদ্ধে রাষ্ট্রযন্ত্রকে দাঁড়াতে। শুধু রাষ্ট্রযন্ত্রই নয় আন্দোলনে ফলাফল আত্মসাৎকারী একশ্রেণীর তথাকথিত রাজনৈতিক গোষ্ঠিও ছাত্র রাজনীতির বিরুদ্ধে সবসময় তৎপর।

বাংলাদেশের বর্তমান বাস্তবতায় গণতন্ত্রের ছত্রচ্ছায়ায় লালিত হচ্ছে দুর্বৃত্ততন্ত্র। এই দুর্বৃত্ততন্ত্রের মধ্যে রয়েছে যেমন খুনী অপরাধী চক্র তেমনি রয়েছে ধর্ম ব্যবসায়ী মৌলবাদী সাম্প্রদায়িক অপশক্তি এবং স্বৈরতন্ত্রের তল্পিবাহকরা। এরা সকল রকম প্রগতিশীলতার বিরুদ্ধ শক্তি। দীর্ঘদিনের স্বৈরাচারী পৃষ্ঠপোষনে এরা এখন একটা নৈরাজ্যিক শক্তিতে পরিণত হয়েছে। কারণ তারা দেশের আইন, কানুন, শৃংখলা, স্বাধীনতা ও গণতন্ত্রের শর্তসাপেক্ষতা কিছুই মানতে রাজি নয়। গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ার মুখোশ নিয়ে এরা এখন চাইছে রাষ্ট্র ক্ষমতার অংশীদার হতে। কিন্তু তাদের পদ্ধতি গণতান্ত্রিক নয়; এরা চাইছে সন্ত্রাসের মাধ্যমে ঐতিহ্যবাহী ছাত্র সমাজের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করতে। শুধু তাই নয় প্রগতিশীল আন্দোলনকে স্তব্ধ করে দেয়ার জন্যে এরা এখন হামলা এবং আক্রমণের পথ বেছে নিয়েছে।

৩০ সেপ্টেম্বর রাজধানীতে প্রকাশ্য দিবালোকে তারা পুলিশের উপস্থিতিতে গণতন্ত্র এবং রাষ্ট্রের আইন-শৃংখলার প্রতি বুড়ো আঙুল দেখিয়ে নগ্ন হামলা চালিয়েছে আন্দোলনরত ছাত্র সমাজের উপর। ছাত্রদের বর্তমান আন্দোলন তাদেরকে ভীত করে তুলেছে এজন্যে যে, সাম্প্রদায়িকতা বিরোধী এক নতুন ছাত্র ঐক্য এবং জাতীয় আন্দোলনের সূচনা হয়েছে; তারা সাংবিধানিকভাবে সাম্প্রদায়িক রাজনীতি নিষিদ্ধ করার দাবি জানাচ্ছে। ছাত্র রাজনীতির নতুন এই পর্বের উত্থানটা অনিবার্য হয়ে উঠেছিল যখন সাম্প্রতিককালে মৌলবাদী শক্তি গণতান্ত্রিক শক্তি এবং প্রশাসনের মধ্যে লুকিয়ে থাকা তাদের সহযোগীদের সহযোগিতায় ঐতিহ্যবাহী ছাত্র রাজনীতিকে সন্ত্রাসের মাধ্যমে কলুষিত করতে তৎপর হয়ে উঠেছিল। তাদের সে অপপ্রয়াস এখনও অব্যাহত রয়েছে।

গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ার জন্যে এদের এই আগ্রাসী ভূমিকা এবং কর্মধারা এক হুমকিস্বরূপ সন্দেহ নেই, ক্রমাগতভাবে তারা উস্কানি সৃষ্টি করে রাজনৈতিক স্থিতিশীলতাকে বিনষ্ট করার পরিস্থিতি সৃষ্টিতে ইন্ধন যুগিয়ে চলেছে। কিন্তু এক অদৃশ্য কারণে সরকার ও প্রশাসন এখনও পর্যন্ত নির্লিপ্ত ভূমিকা পালন করছে। তাঁরা যদি ধৈর্য্যের পরীক্ষায় নেমে থাকেন তাহলেও বলতে হবে সে সীমা নিশ্চয়ই অতিক্রান্ত হয়েছে। কারণ যুদ্ধাপরাধী, খুনী চক্র এবং সাম্প্রদায়িক অপশক্তি কর্তৃক সৃষ্ট নৈরাজ্যিক ঘটনায় এই গণতান্ত্রিক সরকারের আমলেও একের পর এক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ত্রাসের রাজত্ব সৃষ্টি হয়েছে এবং সেগুলো বন্ধ হয়ে গেছে। এছাড়া হামলা হয়েছে সংবাদপত্র এবং স্বাধীনতা ও গণতন্ত্রের স্বপক্ষ শক্তির উপর। একটি উন্নয়ন প্রত্যাশী গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে এ ধরনের ক্রিয়াকলাপ কখনই কাঙ্খিত হতে পারে না; বিশেষতঃ ছাত্র রাজনীতির ঐতিহ্য হননের অপপ্রয়াসকে লালন করা উচিৎ হবে না। কারণ তাহলে আমরা বিচ্ছিন্ন হবো জাতীয় গৌরব থেকে, ইতিহাস আমাদের এই কৃতঘ্নতাকে ক্ষমা করবে না।